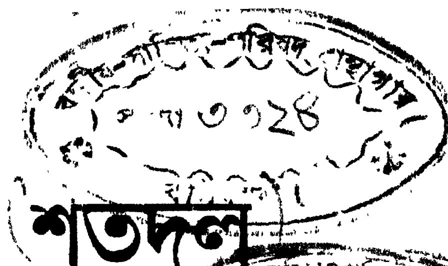
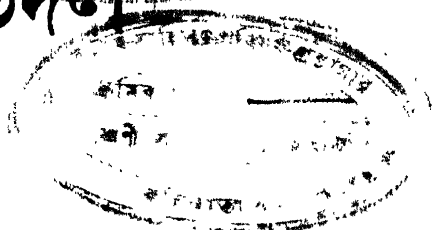


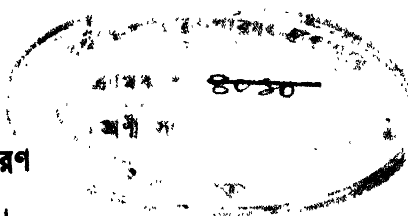
শতদল



শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার প্রণীত

প্রকাশক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

২৬নং বেচারাম দেউড়ী—জগৎ আর্ট প্রেস, ঢাকা।



প্রথম সংস্করণ

১৩২৩ সন।

মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

প্রিণ্টার—শ্রীসতীশচন্দ্র রায়
জগৎ আর্ট প্রেস, ২৬ নং বেচারাম দেউরী, ঢাকা।

নিবেদন

"শতদলের" লেখক নীরব কবি ও আমার বাল্যবন্ধু। বাল্যকাল হইতে তাঁহার সঙ্গীত তাঁহার মুখে শুনিয়া তন্ময় হইয়া যাইতাম। তখন হইতেই লেখককে সঙ্গীতগুলি পুস্তকাকারে বাহির করিবার জন্য জেদ করিতাম কিন্তু আত্মগোপনপ্রয়াসী কবি সে কথায় কাণ দিতেন না। আজন্ম লক্ষ্মীর স্নেহপাত্র থাকিয়া শেষে সরস্বতীরও বিশেষ স্নেহ লাভ করিয়া লেখক অতি সঙ্গোপনে বাগ্দেবীর পূজায় নিরত আছেন আমি এই শুভ সংবাদ পাইয়া কৌশলে শতদলের পাণ্ডুলিপি হস্তগত করি। আমি প্রেস ব্যবসায়ী; কাজেই শতদলের মুদ্রণ কার্য্য চলিতে লাগিল। ভগবানের আশীর্ব্বাদে পুস্তকখানি এখন সুধিজনের হস্তে দিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। "শতদলের" অঙ্গাভরণ উপযুক্ত হয় নাই। নানা বিষয়ে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হইবে। সহৃদয় পাঠকগণ কবিতাগুলির ভাবে মুগ্ধ হইয়া অন্যত্রুটি উপেক্ষা করিবেন এ ভরসা আমার আছে।

শতদলের কবিতাগুলি গানের ছন্দে লিখিত এবং সুর-তান লয়ে গেয়। ইহার অধিকাংশ কবিতা লেখকের ছাত্র জীবনে বরিশালে লিখিত। সে সময়ে বরিশাল ছাত্রদিগের জ্ঞান ও কর্ম্মের পুণ্য তীর্থ ছিল। সেই খানেই স্বনামধন্য মহাত্মাগণের বিমল সংসর্গে লেখকের অন্তর্নিহিত ভক্তি ও ভাবের প্রথম বিকাশ এবং "শতদল" সেই ভাব ও ভক্তির পরিণতির ফল।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ

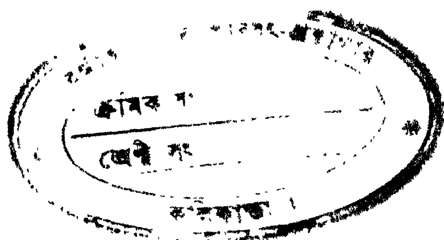
প্রকাশক

উৎসর্গ

তোমার "শতদল" তোমাকেই দিলাম। এ একলব্যের অযোগ্য দক্ষিণা তুমি স্বীকার কর কি না কর তাহা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমার উদ্দেশ্যে ইহা দিয়া কৃতার্থ হইলাম। ইতি ১৩২৩ সন ১৫ই জ্যৈষ্ঠ।

অনুগত

শচীন্দ্র



প্রীতি-উপহার

সিদ্ধকণ্ঠ কবি, একনিষ্ঠ ভক্ত,

প্রত্যয়ীপ্রেমিক, নৈষ্ঠিক গৃহস্থ,

যিনি পরপারের দিকে চাহিয়া,

সংসারের পানে পিছন ফিরিয়া,

খেয়া ঘাটে বসিয়া

পারে যাওয়ার

আশার সঙ্গীতে

আমার প্রাণ নাচাইয়া তুলিয়াছেন—

সেই সর্ব্বভূতৈকাত্মদর্শী কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের প্রতি—

হে রবীন্দ্র !

হে চাতক, জানি আমি তুমি কোন্ আশে
ঊর্দ্ধমুখে চাহি আছ,
শুষ্ককণ্ঠে গাহিতেছ
কি গান—কাহার লাগি—আশার উল্লাসে ।

চক্ষুর সম্মুখে কত সুপক্ক রসাল ফল ;
তোমার চরণ-তলে বিমল সরসী-জল ;
তাহাতে নাহি'ক রুচি,
কাঁদিছ কাহারে যাচি
জানি আমি, হে চাতক, বিরহ-হুতাশে ।

চারি দিকে গায় পাখী কামনা-হতাশ-তানে.
উদার প্রেমের তৃষা তোমার উদাস গানে :
ব্যাকুলতা-বিজড়িত,—
কি বিরাগ-বিচলিত,—
ললিত, দুলিত ছন্দে,—প্রেমাবেগ ভাসে !

স্বজাতি তোমার ক্ষুদ্র, পল্লীবনবাসী,
নিদাঘ-মরুর তৃষা ল'য়ে ছিল বসি ;
তোমার বিলাপ-গান
কাঁদায়ে উঠা'ল প্রাণ,—
ফুটিল নীরব কণ্ঠ উদ্দীপনা-বশে ।

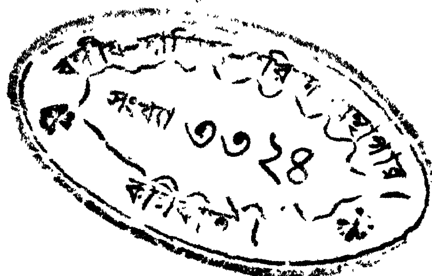
জান তুমি কি ভাষায়, কেমনে গাহিতে হয় ;
সার্থক তোমার গান ছুটেছে ভুবনময়,
মূর্চ্ছনা-লহরী-ভঙ্গে,
ছন্দে, ছন্দে নাচি, রঙ্গে,
উঠিছে উদাস, উর্দ্ধে, উন্মুক্ত আকাশে।

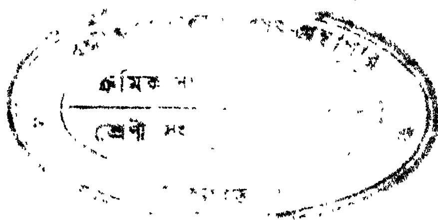
বিরস, সরল, শুষ্ক এ বন-কাকলি
ফুটিয়াছে দুরাশায়—সভয়ে বিভলি',
এই দীন, ক্ষীণ গাথা—
অস্ফুট এ ব্যাকুলতা—
পৌঁছিবে কি সেই ঊর্দ্ধে !—বাঞ্ছিতের পাশে ?

যে'তে যে'তে অর্দ্ধ পথে আকাশের গায়
সঙ্কোচে এ গ্রাম্য গান যদি মিশে যায়,
অব্যক্ত প্রাণের কথা—
মূকের অবোধ ব্যথা—
জানা'ও জলদে তুমি স্ফুটতর ভাষে।

ভাষা নাই যার—আরো জিজ্ঞাসিও তারে—
মরমের কথা দুঃখে গুমরে অন্তরে,
কি গতি করিবে বঁধু,
তার তরে কাঁদে শুধু,
অশক্ত, অধম যেই অন্তরালে ব'সে।

পিপাসায় আর্ত্ত তুমি, হে জলদ-প্রিয়,
বিলাপেও সিদ্ধ-কণ্ঠে ঝরিছে অমিয় :
এক-নিষ্ঠ ভক্ত তুমি
প্রেমিক—অনন্যকামী ;—
বুক-ভাঙ্গা মূক-ব্যথা তোমার উদ্দেশে :
দিলাম জুড়া'ও তুমি স্নেহের পরশে।





শতদল

১

পঙ্কিল-জল, বদ্ধ তড়াগে,—গন্ধময় পঙ্কে
ফুটিল যে শতদল,
ওহে অপাপবিদ্ধ, মুক্ত, অসীম, আনন্দময়, আতঙ্কে,
আজ পূজিবারে পদতল,
আনিয়াছি ভীত করে।

'তুমি লওহে' বলিব কেমনে
এই তুচ্ছ উপচার ?
—নিতুই নিখিল দিতেছে
কতই না উপহার !—
অন্তরযামী দেখিছ অন্তর,
ব্যাকুল আবেগ প্রাণের ভিতর ;
যদি তুমি লও,—দয়া— শুধু দয়া—
এসেছি ভরসা ক'রে ।
বিশ্বের রাজা, অভাব কি তোমার আছে হে,
তোমারে দিবার কি আছে ধরার মাঝে ?
বিশ্ব রচয়িতা, মহাকবি, ভাবময় হে,
কি ভাষায়—ভাবে গাঁথি গান মরি লাজে :—
মূক যেই জন
দীন, অকিঞ্চন
কাঁদিছে চাহিয়া তোমারে ;
তুমি পতিত-পাবন,
নিখিল-তারণ,
যদি কোলে না লইবে তারে,
তবে দাঁড়াবে সে কার দ্বারে ?

২

আমি কেমন ক'রে গাইব তুমি বল।
কেমন ক'রে গাইলে আমি, লাগ্‌বে তোমার ভাল ?
আমি কিছুই বুঝিনা যে
বিশ্ব-জুড়ে কি গান বাজে ;
তোমার কি গান হয়নি গাওয়া,—কি তান বাকি র'ল ?
আমি'ত গাই আপন মনে,
পৌঁছে কি তা' তোমার কাণে ?
কি জানি গান কেমন গাঁথা, কেমন গাওয়া হ'লো ?
তোমার ভাষায়, তোমার সুরে,
তোমার মনের মতন ক'রে,
তোমার ভাবে এ গান তোমার যোগ্য ক'রে তোল।
চাঁদের আলো, দখিণ হাওয়া,
চৈত্র মাসের বটের ছায়া,
নিদাঘ-মেঘের প্রথমের ডাক
শান্তি-আশা-ভরা,—
আমার সুরে মিশিয়ে দেও ;—
জগৎ-জুড়ে সবায় জানাও,—
তাপিত প্রাণে আস্‌ছে নেমে
দয়ার বর্ষা-ধারাঃ
আমার সাথে মিশুক্ এসে
চাতক, যারা তোমার আশে
আকাশ চেয়ে ব'সে থেকে
সাঁঝের ঘোরে প'লো।

৩

' আমায় দেওহে কহিতে ভাষা,
আমায় দেওহে শুনিতে কাণ,
জগতের মাঝে তোমার লাগিয়া
যেখানে যা' উঠে গান্ ।

জলধি, আকাশ—আলিঙ্গন করি',
জলে, জলধরে তুলিয়া লহরী,
বিহগ-বিলাপি-বিষাদ-সন্ধ্যায়—,
শান্তি ঢালিছে রবির চিতায়,—
রজনীর জন্ম,—
—দিনের শ্মশান—
সেথায় নীরবে কি উঠেছে তান ?

শোণিত-সমুদ্রে, বরষা-সন্ধ্যায়,
উঠে শত মেঘ অতি ভীমকায়,
বিজলী জ্বালিয়া,
বজ্র হানিয়া,
আকাশের গায়,
প্রলয়-খেলায়,

করে যবে অভিযান ;
তখন, সেথানে উঠে কি তান ?

শারদ শশীর নয়ন-আভায়,
কাননে, কান্তারে, আলোক-ছায়ায়,
গিরি-গুহা-মাঝে, সলিলে,
আকাশের নীলে, কমলে,—
স্বপ্ন লভিছে প্রাণ ;
সেথায় উঠে কি তান ?

৪

হে অতিথি, হে সম্রাট্, এত দীনবেশে
আমার দুয়ারে আজ এলে কোন্ আশে ?—
কি সেবা লইবে করি' করুণা ?
তোমার চরণ-তলে,
নিতি কত নব ভাবে,
এ বিশ্ব দিতেছে বলি,
জয়, জয়, জয়, রবে,
আমি কিবা পূজা দিব বল না ?
হে কান্ত, কি চাহ তুমি ?
আমি যে কাঙ্গাল হেয়,
আমার কি আছে খুঁজে
পাই না তোমায় দেয়,
শুনিতে আমার গান,
বাড়া'তে আমার মান,
এলে কিহে দয়া ক'রে পূরাতে কামনা ?

তোমার যে নাম গানে
দিলে মোরে অধিকার,
এ মহিমা তোমারি'ত—
বিচিত্র লীলা তোমার !
কি গান শুনিতে চাও,
তুমি শিখাইয়া দেও ;
হে বল্লভ, গাহি সুখে তোমার বন্দনা।

৫

ওহে সুন্দর, ওহে নিত্য-নিখিল-বন্দন,
তোমার চরণে কি দিব আমি,
কি আছে আমার বলনা ?
আমার মলিন হ'য়েছে পূজার অর্ঘ্য,
শুকাল কুসুম-চন্দন,
আর'ত মুকুল ফোটেনা।

বসিতে তোমারে, কোথা দিব আর ?
আবর্জ্জনাময় কুটীর আমার
ধূলায় দলিয়া মলিন ক'রেছে
তোমার আসন বাসনা।

আজ আবাহন ক'রি কেমনে,
আমি অপরাধী তব চরণে ;
পূজা উপহার
নাহি যে আমার ;
ভরসা তোমার করুণা ঃ

'কিছু নাই যার
তুমি যে তাহার,'
এই শুধু মোর সান্ত্বনা।

৬

ওহে সুন্দর, আমি গাইব তোমার গান,
এই ছিল বড় আশা ;
আজ গাইতে বসিয়া ভুলিয়া গেনু যে তান
হারায়ে ফেলিনু ভরসা।
চারিদিকে হেথা সকলি তোমার,
বিচিত্র বিভূতি নাহি দেখি পার !
বিস্ময়-ভয়ে স্তব্ধ পরাণ, মূক হয়ে গেছে ভাষা !
এবিশ্ব-সভায় সকলেই গায় ;
জলদ-গম্ভীর, নীরব রাগিনী
লহরে লহরে ধায় ;
অণু, পরমাণু, বিশাল ভূধর,
অনল, অনিল, জলধি, অম্বর,
রবি, শশী, গ্রহ, তারা,
হইয়া আপন হারা,
প্রথম প্রভাতে জাগিয়া গাইছে,
মিটে নাই আজও তৃষা।
এ সভায় আমি কি গান গাইব—
আমি কি তোমারে উপহার দিব ?
ভয় হয় মনে
বেসুর বেতানে,
জগতের ধ্যান ভেঙ্গে যায়—যদি
থেমে যায় গান সহসা।

৭

আমি গেয়ে যাব আপন মতে,
যেতে যেতে, আমার পথে,
নাই যদি কেউ শোনে—
ঘরের কথায় আমার এ গান,
ফিরে যাওয়ার আনন্দের তান,
ভাসিয়ে দিব আকাশ ভরা
মুক্ত হাওয়ার টানে।

ঘুমায় যারা জোছ্‌না রাতে,
দাঁড়িয়ে তাদের আঙিনাতে,
ক্ষণে, ক্ষণে করুণ রাগে
ডাক্‌বো তাদের—যদি জাগে !—
ফুকারিয়া আমার বাঁশী তাদের ঘরের কোণে।
যদি তাদের কেউ বা জাগে,
কারো আগল খসে ;—
ফিরে যদি আর না ঘুমায়,
আমার তানে সে' ও বাজায়,
যাত্রা ক'রে আসে ;—

আনন্দে রাত কাটিয়ে দিব,
পারের সুরে বাজিয়ে যাব,
ওপার হ'তে আশার ভাষা,
ভাবের ধারা এনে।

৮

কে বুঝে মরম-ব্যথা, কি গাহিব গান ?
কে বুঝে এ মহাতৃষা, কে করে নির্ব্বাণ ?
কে আমরা কোন্ এ দেশে
আসি যাই কেঁদে হেসে ?
কে বলিবে কেন ?—কোথা এ মহাপ্রস্থান ?

কে বলিবে কোথা বাস,
কেন বা এ পরবাস ?
কি খেলা এ খেলি ?—একি জাগ্রত স্বপন ?
কারা এ খেলার সাথি
র'য়েছে কুহকে মাতি ?
আশা না মিটিতে কেন খেলা অবসান ?
এ খেলায় হ'য়ে যায় হৃদয় শ্মশান !

৯

পাগল মন দিবানিশি কাঁদিয়ে বেড়ায়,
উদাস, অধীর কি যেন সে চায়!
আকাশে, পাতালে, দিক্ দিগন্তরে,
হাহাকারে ঘুরি, খুঁজিয়ে না পায়।

ফুলে, ফুলে ধায়, চাঁদ পানে চায়,
সাগরের দিকে সভয়ে তাকায়;
বিহগ-কূজনে কি যেন কি শুনে,
চমকি' উঠিয়া ধরিবারে যায়।

প্রকৃতি শ্যামল অঞ্চলে যতনে
ঢাকিয়া রেখেছে সেই প্রিয়ধনে;
স্বচ্ছ আবরণে লুকায়ে তাহারে
জগৎ হাসিয়ে মনেরে কাঁদায়।

প্রিয়তম স্বামী, ওহে প্রাণধন,
দেখা দেও, প্রভু, খোল আবরণ;
প্রেম পিপাসিত, ব্যাকুল এ চিত
উপোসিত আছে তোমারি আশায়।

১০

আমি থাকি একখান ভাঙ্গা ঘরে।
বৃষ্টি-বাদল-রোদের মাঝে বাস ক'রি আর কেমন ক'রে ?

ক্ষুদ্র এ কুটীর, বহুল দুয়ার,
অর্গল-বিহীন, অবাধ-সঞ্চার,
ক্ষিপ্ত ঝঞ্ঝাবাতে অন্তর আঁধার,
চারি দিকে শত দস্যু বিচরে!

ভৌতিক এ দেহ দে মা, ভেঙ্গে-চুরে,
ছুটে গিয়ে প'ড়ি তোর পায়ে ধ'রে
পূর্ণ এ পৃথিবী দুঃখ-হাহাকারে,
রোগ, শোক, তাপ, পাপ, অবিচারে।

১১

পাখী থাকিতে চাহেনা আর!
আদর-সোহাগে ভুলে না যে সে,
করে নাক পানাহার।

কি যেন সে চায়; কি গাথা সে গায়!
উদাস নয়নে ঊর্দ্ধে তাকায়;—
সোণার শিকল কাটিতে সে চায়,
ভেঙ্গেছে স্বপন তার।

কোথা হ'তে কার আভান শুনিয়া,
চমকি' সে উঠে রহিয়া, রহিয়া,
যাইতে সে চাহে অনন্তে উড়িয়া—
সুখ-দুঃখ-পরপার!

১২

এখানে' ত লাগেনা ভাল।
হেথায় পরেরে ক'রেছি আপন,
আমার আপন জনা পর যে হ'লো।

এরা আমার আপন সেজে,
জড়িয়ে রাখে এদের কাজে;
আমার তরে পথের মাঝে,
সে যে আমার দাঁড়িয়ে র'লো!

এরা আমায় ঘিরে থাকে,
কত ছলে ভুলিয়ে রাখে,
সে যে আমায় ডেকে, ডেকে,
না দেখে হায়, ফিরে গেল!

১৬

পরপারে গেয়ে যায় কে যেন কি গান !—
ওগো কেঁপে উঠে বুক, কেন কেঁদে উঠে প্রাণ ?"
জীবনের শত কাজে,
শত কোলাহল মাঝে,
শিহরে হৃদয় কেন শুনে সেই তান ?
কোন্ দূর দেশ হ'তে—
অন্তরের অন্তরেতে,—
শোনা যায় যেন কার নিদয় আহ্বান !
সে স্বরের মূর্চ্ছনায়,
নিখিল চমকি' চায়,—
পূর্ণিমার সুখ-ভাতি হ'য়ে যায় ম্লান।
মানস-কুসুম-গুলি
চমকিয়া, পড়ে ঢলি' ;—
সোণার স্বপন ভেঙ্গে হয় খান্ খান্ !

১৪

বেয়ে যাও তরণী করি' উল্লাস ধ্বনি
কে গো তুমি?—নিয়ে যাও আতুর জনে।
কূলে ব'সে শুধু হাতে,
কেহ ত' নিল না সাথে,
তুমিও কি ফেলে যাবে পতিত দীনে?
সারাটি জীবন-ভরি বন মাঝে ঘুরি, ঘুরি,
এখানে প'ড়েছি এসে খেয়া পথ ভুল করি',
আঁধার ঘিরিয়া আসে,—
গরজে ঘন আকাশে,'
সম্মুখে উথলে সিন্ধু—ভয়ে বাঁচিনে।

জীবনের সে প্রভাতে, কত যাত্রী এক সাথে
যাত্রা করি', নিজ দোষে, দল ছাড়া হ'নু পথে;
শত ক্ষত বুকে লয়ে,
পথ-ধূলা মেখে গায়ে,
আকুল নয়নে আছি চাহি' মরণে।

১৫

কোন্ দিকে যাই,—কাহারে সুধাই,
ঘুরিয়া বেড়াই—পথহারা হ'য়ে!
বেলা ব'য়ে যায়, কারে' ত কোথায়
দেখিনা যে হায়! চারি দিকে চেয়ে।
আন্ মনে না না পথ ঘুরিয়ে,
এসেছি কোথায়—পথহারা হ'য়ে!
অবসন্ন কায়,
কণ্টক লতায়
শত ক্ষত হায়, হ'য়েছে পায়ে।
অবোধ-অজ্ঞান-অন্ধের নয়ন,
কোথা আছ প্রভু, কাঙ্গালের ধন!
আমি, শকতি-বিহীন, দীনতম-দীন,
দয়া ক'রে চল হাতে ধ'রে ল'য়ে।

১৬

আমি ভেবে পাইনা কূল-কিনারা!
জীবন-মরণ, মুক্তি-বন্ধন, ঘোর-রহস্য-তাবে ভরা।
যতই চাই এ প্যাঁচ্ ছাড়া'তে,
ততই পড়ি জড়িয়ে তা'তে,
মন-বুদ্ধি হতাশ হ'য়ে
ফিরে আসে পাগল-পারা!
পান্থ-জনে সুধাইলে,
নানা রকম তারা বলে ;
অশান্তিতে ভেসে বেড়াই—
তৃণের মত লক্ষ্য-হারা।
যুক্তি-তর্ক সব ছেড়েছি,
তোমার নামই সার ক'রেছি,
আমার গোলক-ধাঁধাঁ ছুটিয়ে, কর
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা।

১৭

ওহে প্রাণপ্রতিম, এস হে।
আমার বিষয়-বাসনা চরণে ঠেলিয়া,
হৃদয়ে আসিয়া বস হে। (আমার হৃদয়-কপাট
খুলে এস হে প্রভু)।
আমি আপনার হাতে দিয়েছি অর্গল,
—আপনি খুলিতে নারি ;
তুমি চরণ-পরশে চূর্ণ ক'রে এস
মন্দিরে তোমারি ;

(এসে দেখ হে, প্রভু)...; (তোমার মন্দিরের দশা...) ;
(দীনের হৃদয়ের দশা...) ; (সেথা কি ছিল, এখন)
কি হ'য়েছে, এসে দেখ...)।

চির-অবরুদ্ধ মন্দিরে তোমার
পশেনা আলোক-ভাতি ;
সেথা' চির-অন্ধকার র'য়েছে আবরি',—
ভেদ নাহি দিবা, রাতি ;

(প্রভু, কি দশা দেখ) ; (এ আঁধার মন্দিরের কি দশা...) ;
(এ দীনের হৃদয়ের কি দশা...) ।
শত হাহাকার, মরম-বেদনা,
করুণ বিলাপ-রাশি,—
কাঁদিছে লুটিয়া ধূলার মাঝারে,
—আঁধার-মন্দির-বাসী ;—

(প্রভু, আর কিছু নাই) ; (তোমার আঁধার মন্দিরে) ;
(হাহাকার, বিলাপ, বেদনা বিনা...) ;
(এ দীনের হৃদয়ে আর...) ;
তুমি স্নিগ্ধ ক'রে দেও শান্তি-সিঞ্চনে,
তমনাশ 'পরকাশি ।

তুমি মলিন এ হৃদে এস দয়া ক'রি—
প্রাণারাম রূপে সাজি ;
তোমার পরশ-পুলকে আনন্দে উঠিবে—
মধুর আরতি বাজি ;
(বিলাপ রবে না হে) ; (হাহাকার, বেদনা, বিলাপ...) ;
(তোমার পরশ-পুলকে...) ; (সেথা নন্দন ফুটিবে,
কৌমুদি হাসিবে, 'রবে না হে...) ।

১৮

আমি শত অপরাধ ক'রেছি চরণে,—
তবু কি আমারে ছেড়েছ ?
আমি ভুলেও তোমারে চাহিনি জীবনে,—
তবু কি আমারে ভুলেছ ?

অহঙ্কারে. গর্ব্বে তোমারে' ত প্রভু,
সরল অন্তরে ডাকি নাই কভু,
তবু, বিপদে আপনি কোলে তুলে নিয়ে,
নয়নের জল মুছেছ।

কত ভালবাস, কত যে করুণা,
এ দীনের তরে বুঝিতে পারিনা !
আমি বারে, বারে করি যত অপরাধ,
সকলি' ত তুমি সহিছ !

১৯

আমি তোমারে ভুলিয়া, ভুলে ভুলে আছি,—
তাই—ভুল ব'লে—ভুল বুঝিনা।
আমি তোমারে ছাড়িয়া দূরে প'ড়ে আছি,
তাই ভুলিয়ে র'য়েছি, তুমি যে আমার আপনা।
আঁধারে জনম, আঁধার জীবনে, মরণে ;
আধ-জাগরণ-আধ-ঘুমে মুগ্ধ স্বপনে ;
তাই, বুঝিতে পারিনা আলোক যে আছে,—
আছে স্বপনের পরে চেতনা।
'আমার', 'আমি' করিয়ে মায়ার ছলনে,
মিছে কাঁদি, হাসি মনের বিকারে, অজ্ঞানে ;
ভাবি,— নিজ সুখ-দুঃখ নিজে ভাঙ্গি, গড়ি,
তাই, তোমারে হয়না ধারণা।

২০

যবে সম্পদ-সুখ, সম্ভোগ-লাগি, আমার দুয়ারে যাচে,
উছলে না যেন গরিমা।
অধমের তরে তোমার সে দান, মনে ভাবি মরি লাজে,
সে 'ত তোমারি স্নেহের মহিমা।
যবে কলঙ্ক-মলিন হৃদয় আমার তব পদ-ছায়ে রাজে,
যেন আত্ম-গরব জাগেনা;
তুমি রাজ-রাজেশ্বর, তবু যে এস হে আমার দৈন্যের মাঝে,
সে' ত তোমারি অপার করুণা।
যবে বিপদ-বিষাদ ঘিরিবে আমারে, শোক হানে বুকে বাজে,
যেন তোমাতে বিশ্বাস টুটেনা;
সে যে স্নেহের শাসন মঙ্গল-তরে, বুঝি যেন, দুঃখ-সাজে,
কভু বিদ্রোহ যেন উঠেনা।
যবে, এ প্রবাস ফুরালে, তোমার বাঁশরী বাজিবে সাঁঝে,
লুটায়ে কাঁদিবে বাসনা;
তোমারে স্মরিয়া যেতে পারি যেন সুখে ফেলিয়া পাছে
যাদের ক'রেছ আপনা!

২১

তোমারে বসাতে তোমার আসনে
নিতি, নিতি করি সাধনা।
পলকে, পলকে আসিবে আশায়
বসে থাকি, তুমি এস না—
তাই'ত সংসার আসি' বসে সেথা,
মাখি' রাখে নিতি কালিমা;
তুমি আসিবে এবার, ভাবি,—কৈ এস ?—
বৃথা গৃহ করি মার্জ্জনা।
তুমি মহারাজ দীনের কুটীরে
আসিবে, এ বৃথা জল্পনা;
বন্ধুর পথে কণ্টক-লতা,
চরণে বাজিবে বেদনা।
সম্মুখের পথ ফুরাইবে যবে,
কাল দিবে ভেরী-ঘোষণা;
মরণের কূলে বসিয়া ডাকিব,
তখন ক'রো হে করুণা।

২২

তোমারে কি আমি প্রাণে, প্রাণে চাহি ?—
শুধু মিছে করি ছলনা।
আমি ধন-জন-মোহে গোপনে ডুবিয়া রহি,
হৃদয়ে লুকায়ে বাসনা।
বুঝেছি কি তুমি বিধাতা জীবনে, মরণে ?
সুখ-দুঃখ সব দিয়েছি কি তব চরণে ?
আপনার শিরে আমি আপনারে বহি,
তোমারে' ত ভার দেই না।
আপনা ভুলিয়া ডেকেছি কি কভু তোমারে ?
ব্যাকুল হইয়া কেঁদেছি সরল-অন্তরে ?
(আমি), ঘাটে বাঁধি তরী মিছে যাত্রা করি', বাহি,
তাই, তোমা-পানে যেতে পারি না।

২৩

তরী ঘাটে বেঁধে র'য়েছি ব'সে।
আমার পলে, পলে দিন ব'য়ে যায় সুযোগের আশে!
সুবাতাস' ত কতবার এল,
চতুর নেয়ে সে বাতাসে কত দূর গেল!
আমার শক্ত বাঁধন খুল্‌তে যায় যে, চোখের জলে
আরো ক'সে।

কাল-তরঙ্গে ওঠে আর পড়ে,
আছাড় খেয়ে প'ড়ছে সদাই সংসারের পারে;
তরী আপন ভারে ডুবো-ডুবো ঘাটেই বুঝি
ডোবে শেষে!

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এল,
বাঁধন ছিঁড়ে দিলাম তুমি ক'রো যা ভাল,
ভাটি ছেড়ে দিলাম তরী, তুমি কর্ণ
ধর এসে।

২৪

মা, মা, মাগো আমার, আমি পথ ভুলে হেথা' র'য়েছি ;
তুই কোথা গেলি, ছেলে ফেলি', আমি ভয়ে আকুল হ'য়েছি।
কত পথিক যায়গো চ'লে,
তোর্ কথা'ত কেউ না বলে ;
কোথায় র'লি, কে তোর্ ছেলে কোলে তুলে নিবে যাচি' ?
ধূলো দিয়ে ঘর গড়িয়ে,
ধূলোর সংসার পাতিয়ে দিয়ে,
ধূলো-খেলায় ভুলিয়ে আছিস্ লুকিয়ে কাছে, বেশ্ বুঝেছি।
ভেঙ্গেছি তোর্ ধূলোর সংসার ;
তোর্ ছলনাতে ভুল্‌বো না আর ;
জীবন ভ'রে ডাক্‌বো কেঁদে,—মর্‌বো কেঁদে মন-ক'রেছি।

২৫

আমি কেঁদে মা কাঁদাব তোরে।
দেখি,—কেমন্ কঠিন মা তুই,—
কেমন ক'রে থাকিস্ দূরে!
আমি' ত তোর্ কোলের ছেলে,
নাই শকতি উঠ্‌তে কোলে;
কেঁদেই তোরে কর্‌বো ব্যাকুল,
দেখি, কোলে না নিস্ কেমন ক'রে।
রাঙ্গা খেল্‌না হাতে দিয়ে
রেখে গেলি ঘুম পাড়িয়ে;
এখন জেগে দেখি মাটির পুতুল!
—তাই'ত তোরে মনে পড়ে।
এখন, ছেড়ে দে মা মায়ার ছলা,—
উঠ্‌লো জেগে ক্ষুধার জ্বালা;
ত্বরায় এসে সুধার ধারা
মুখে দে,— তোর্ ছেলে মরে!

২৬

যবে প্রথম প্রভাত নেমেছিল প্রাঙ্গনে আমার,
উঠেছিল হৃদয়-নিকুঞ্জে মোর অমিয় কাকলি,
প্রেম ব্যাকুলতা ;
সুদীর্ঘ, সুবর্ণময় সুখ-স্বপ্ন হ'তে চমকিয়া উঠি',
শুনিলাম ঐকতানে, একান্ত উল্লাসে, গাইতেছে বিশ্বচরাচর
আশার বারতা।
অনাবিল অরুণের কিরণ-সম্পাতে খুলিয়া দুয়ার,
ভেবেছিনু, জ্যোতি-রেখা বাহি, মিশে যাব সে আনন্দ সনে,—
জন্ম সফলতা।
সে প্রভাত ব'য়ে গেছে, সে আশার গান ডুবে গেছে গৃহ-কোলাহলে ;
হেলিয়া প'ড়েছে রবি, রুদ্ধ দ্বার মুক্ত নাহি হ'লো, আজ-কাল করি
গেলনা জড়তা।
আজি উঠিয়াছে ক্রন্দনের রোল, তৃপ্তি মাগি' শত সুপ্ত-বাসনার ;
জীবনের শেষ-প্রান্তে,—তমসা অকূলে উঠিছে কল্লোল, এবে
যাত্রা-আকুলতা।
পাথেয় সংগ্রহ আর হ'লনা কাণ্ডারী,
নাহি কিছু ভাণ্ডারে আমার ;
এখন প্রদোষ-মুখে তোমারে স্মরিয়া,
ব'সে আছি করিবারে আত্ম-সমর্পণ,—
হে মোর দেবতা !

২৭

সেই উষাকালে, কবে এসেছিলে !—
ডাকিয়া জাগালে আমারে :
সুখের আলসে,
ঘুমের আবেশে,
পলকে দেখিনু তোমারে !
অরুণ-উদয়ে, কর্ম্ম-কোলাহলে,
পলক ফিরাতে কোথা' মিশে গেলে !
আর না আসিলে ফিরে :—
তুমি আসিবে আশায়
দিন ব'য়ে যায়
আসিবে কি দয়া ক'রে ?
যদি না আসিবে বল কেবা আর—
এদীন-দুঃখীর—কে লইবে ভার ?—
কে লইবে কোলে আতুরে ?
শ্মশানের মাঝে র'ব কত কাল,
চারিদিকে হত বাসনা-কঙ্কাল ;
ভয়ে ম্রিয়মাণ,
অবশ পরাণ,—
ঘরে ফিরে যাব কেমনে আঁধারে ?

২৮

বল্ দেখি মা আর কোন্ আশে এ সংসারে থাকি বল্?
এক দিনের তরেও সুখ হ'লো না, সুখের আশা দুঃখের ছল।
কেন হেথায় এনেছিলি?—
সারা জীবন কাঁদাইলি,—
ক্ষণেক তরেও হাসালি না,—শুকাল না চোখের জল!
পুতুল-খেলা পাতিয়ে দিয়ে
ভেঙ্গে দিলি নিদয় হ'য়ে,
আমায় রাখ্লি একা ভবের কূলে—চিন্তার নিশান—
—তোর্ কীর্ত্তি অটল!
ছেলের দুঃখে তুই মা সুখী,
কোথাও এমন মা না দেখি;
আমায় দুঃখ দেওয়ার সুখ ফুরাবে, তাই ভবে
রেখেছিস্ কেবল্!

২৯

আমি এ বাঁধন খুলিতে পারি না,
কি জানি কি ক'রে বেঁধেছ !
আমি খুলিতে চাহিলে জড়াইয়া যায়,—
কেমন বাঁধন দিয়েছ !
এ যে মন্দারের মালা সুরভি, কোমল,
আশায় নিতুই নবীন, উজল ;
গলায় পড়ায়ে ক'রেছ বিকল,
বল-বুদ্ধি সব হ'রেছ !
এখানে যা'-কিছু আমার ভরসা,
যা' কিছু আনন্দ, যাহা-কিছু আশা,
পরাণের প্রীতি, সুখের লালসা,—
সব দিয়ে সূতা রচিয়া,
তুমি রেখেছ এ মালা গাঁথিয়া,
ওহে, কঠিন পরাণ-বঁধু !—
যদি—ছিঁড়িবারে মালা চাহি,—
মরম ছিঁড়িয়া যায় !
যদি—খুলে ফেলে দিতে চাহি,—
ভুবন আঁধার ভায় !—
জাগিয়া উঠিতে ঘুমাইয়া প'ড়ি ;
স্বপনে ঘিরিয়া রেখেছ !

৩০

তরী ঠেকিয়ে র'লো।
কোথা হ'তে এ তরণী ভাসিয়ে এল ?
নাহি দেখি কোথা নেয়ে ;—
এত ক'রে সাজাইয়ে,
অকূলে তরী ভাসিয়ে কেন বা দিল ?
যুগ যুগান্তর ধরি',
কত দেশে ঘুরি', ঘুরি',
এখানে সোণার তরী কেন লাগিল ?
চলিয়াছে কোন্ খানে ,—
কবে যাবে কেবা জানে ?
তরঙ্গ আঘাতে তরী ভাঙ্গিয়া গেল !
কে আরোহী কেঁদে মরে ?
মাঝিরা মানে না তারে,
নিজেরা বিবাদ ক'রে তারে মজাল।
যে যাহার দিকে টানে ;
মেঘ ওঠে বায়ু-কোণে—!
হে নাবিক, এস ত্বরা সন্ধ্যা যে হ'লো !

৩—

৩১

পথের ধারে ব'সে আমি—
দেখ্‌ছি হাটের আনাগোনা।
আমায় কেন ডাক্‌ছো মিছে,
আমার যে কাজ হ'য়ে গেছে ;
ফিরে আমি যাচ্ছি ঘরে,
হ'য়ে গেছে বেচা-কেনা।
ভরা-হাটে আমার দোকান
বন্ধ ক'রে তাই ত এলাম ;—
নিকাশ-মূলে হিসাব-খাতায়
ছোট, বড় অনেক দেনা !
পারের কড়ি নাই যে হাতে,
আগেই ঘাটে যেতে হবে ;
তাই চলেছি থাক্‌তে বেলা,
নেয়ের পূজা ক'র্‌বো ভেবে ;
শুনেছি সে দয়াল নেয়ে,
সেবকে নেয় অম্‌নি নায়ে,
সকল ত্রুটি ক্ষমা করে,
শরণ নেয় যে জনা।
শূন্য হাতে চলেছি তাই—
ফেলে' বাকী পা'না।

৩২

আমার আপন জনে আমায় পথে বাহির ক'রেছে।
আমি ফেলে দি'ছি যা' এরা নিয়ে তা' বড় হ'য়েছে।
এ সবে যে মন বসেনা
কেন, এরা তা' বুঝেনা ;
আমায় উদাস দেখে
পাগল ব'লে ছেড়ে দিয়েছে।
সব নিয়েনে বানা আমায়
অকিঞ্চনের রাজা ;
বন্ধু তোরা, তাই' ত সেধে
নি'ছিস্ আমার বোঝা ;
ঘাড়টী আমার নুইয়ে ছিল,
তোদের দয়ায় সোজা হ'ল ;
দেখ্ছি আমি পথের সীমা—
খেয়া যেথায় প'ড়েছে।
এই যে আমার গায়ের ধূলা,
এই যে আমার দুখের দশা,
বিরহের শ্বাস, অশ্রু-মালা,
এই যে আমার ভীত আশা,—
যখন এরা ধন্য হবে,
বঁধুর আদর, স্নেহ পাবে,
তখন তোরা দেখ্বি আমার
মুখে হাসি ফুটেছে।

৩৯

আমি—আমায় দি'না ব'লে,
তোমায় আমি পাইনা।
আমি আমায় নিয়ে আছি,
তাই তোমারে চাই না।

আমি আমার পানে চেয়ে থাকি,
দেখেও তোমায় তাই না দেখি ;
আমার সেবা করি সদাই,
তোমার পূজা হয় না।

আকাশ-পাতাল-পৃথিবীরে,
নিতে চাই সব আমার ক'রে ;
তাই' ত যতই পাইনা কেন,
পাওয়ার আশা যায় না।

শিকল এঁটে নিজের ঘরে,
ঘুরে বেড়াই জগৎ জুড়ে ;
খুঁজি যতই—দূরে পড়ি
—বাড়ে পথের ঘুরুনা !

আমায় আমি দিয়ে ফাঁকি
তোমায় শুধু মুখে ডাকি ;
তুমি আস্‌লে এসব ভেঙ্গে যাবে,
তাই' ত ডেকেও ডাকি না।

কথায় ব'লি তোমায় মানি,
তোমার আসন নি'ছি আমি ,
তাই' ত আমার এত বন্ধন ;—
নিতুই জড়ায়,—ছাড়ে না।

৩৪

আমি এতদিন তোমারে পূজিতে,
মিছে ভুল ক'রে পূজেছি আমারে।
তোমার চরণে যা'-কিছু দিয়েছি—
সকলি রয়েছে ধূলাতে প'ড়ে।
তোমারি নামে গৌরব করি,
উড়ায়ে দিয়েছি পতাকা আমারি;
বিরাগীর বেশে ঢাকিয়া রেখেছি
সাবধানে বাসনারে!
আজি কে আমারে ডাকিলে যখন
বুক কাঁপে,—কেন চমকিত মন?
যাত্রা করিতে সহস্র বাঁধন
বাঁধা দেখি চারি ধারে!

৩৫

কত ভাবে লোকে বলে, তোমার কথা, বুঝ্‌তে নারি।
শুধু কথার বাঁধুনিতে জড়াইয়া ভেবে মরি।

কেহ বলে তুমি সাকার;
কেহ বলে হও নিরাকার;
কেহ বলে মূল নিরাকার,
সাকার হও হে মায়া করি।

কেহ বলে নারী তুমি;
কেউ বা পুরুষ ক্ষেত্র-স্বামী;
প্রেমময়ী মূর্ত্তি তোমার,
কেউ বা বলে ভয়ঙ্করী!

কারো কথা শুন্‌বো না আর,
বলুক্ সে যেমন রুচি যার;
কাজ নাই আমার এত কথার,
তোমায় শুধু আছি ধরি;—
আমার পাপ-পুণ্য, জীবন-মরণ,—
সব দিয়েছি তোমার' পরি।

৩৬

ক্ষুধাতর, পিয়াসী হ'য়ে এসেছি হে, তব দ্বারে।
দেহ প্রেম-মকরন্দ আর্ত্ত এ পিপাসাতুরে।
ভীম জীবন-মধ্যাহ্নে,
মরীচিকা-প্রলোভনে,
শ্রান্ত বৃথা-পর্য্যটনে, দিওনা ফিরায়ে মোরে।
তুমি দয়ার সাগর,
হৃদে মোর বৈশ্বানর ;
ঢালি, প্রভু, শান্তি-বারি—রাখ পদে কৃপা ক'রে।

৩৭

না চাহিতে সবই দিয়েছ আমারে,—
চাহিবার কিছু নাহি আর।
অযোগ্য বলিয়ে সুখের সাধনে,
কৃপণতা, প্রভু, নাহি তোমার।
দূর—দূরান্তরে, প্রাণের ভিতরে,—
—স্বপনের দেশে,—আলোক-আঁধারে,
তবু' ত নিয়ত অধীর, উদাস,
কি যেন বাসনা করে হাহাকার!
শত বৃথা-কাজে, কোলাহল-মাঝে,
সে কাতর ধ্বনি রহে মৌন-সাজে;
নীরবে, নিভৃত, স্থির অবসরে
করুণ ক্রন্দন উঠে আরবার!—
তোমার বিহনে এ সুখ-সম্ভার,
শান্তি-হীন, শুষ্ক, অতৃপ্ত, অসার:
এস, হৃদয়েশ, হৃদয়ে আমার,
আনন্দ-স্বরূপ, সুখ-পারাবার!

৩৮

প্রভু, কি আর কহিব আমি ?
দুঃখ-ব্যথা যত না কহিতে সব
জানিছ' ত নাথ তুমি ।
অহমিকা মোহে অন্তর আঁধার ;
তোমা-ভাবে কর জ্যোতির সঞ্চার ;
তুমি, আমারে ডুবায়ে তোমার মাঝারে
হৃদয়ে বিকাশ, হৃদয়-স্বামী ।
অবোধ বাসনা কাঁদিছে কাতরে,
শত হত আশা লুটিছে আঁধারে
তুমি, তৃপ্ত হতে দেও এ দৃপ্ত হৃদয়
তোমার চরণ চুমি ।

৩৯

তাই কিহে তুমি নাই !
আমার অন্ধ-নয়ন পায়না দেখিতে,
তোমার মূরতি, তাই !
আমার বদ্ধ-শ্রবণ পায়না শুনিতে
তোমার বাণী যে, তাই !
আমার স্তব্ধ-বচন পারে না কহিতে
তোমার বিভূতি, তাই !
আমার রুদ্ধ-হৃদয়ে পারে না পশিতে
তোমার আলোক, তাই !
আমি ক্ষুদ্র, তুমি অনাদি, অনন্ত ;
তুমি জ্ঞানময়, আমি যে ভ্রান্ত ;
আমার ক্ষুদ্র গেয়ান পারে না ধরিতে
তোমার স্বরূপে তাই ।
তবু তুমি আছ পলকে, পলকে,
অনুভব হয়, আশার পুলকে ঃ
তোমার স্নিগ্ধ-করুণা-জীবিত সকল,
এবিশ্ব সুন্দর তাই ।

৪০

যবে রুদ্ধ করিয়া গৃহের দুয়ার,
বিশ্ব রাখিয়া বাহিরে,
আমি উৎসব-বাতী জ্বালিয়া ছিনু হে,
মুগ্ধ লইয়া নিজেরে ;

তুমি কতবার আপনি আসিলে,
মধুর কণ্ঠে আমারে ডাকিলে,—
কত শত বার
আঘাতি দুয়ার,
কত বার গেলে ফিরে !
তোমার আহ্বান শুনিয়া-শুনিনি,
তুমি কে আমার, বুঝিয়া-বুঝিনি,
তাইতে চাহিনি তোমারে ;
সে উৎসব-বাতী আঁধারে নিবেছে ;
প্রমোদ-সঙ্গীরা একা ফেলে গেছে ;
দুয়ার খুলিয়া,
তোমারে চাহিয়া,
ব'সে আছি আজ আঁধারে।
শ্মশানের ধূমে নয়ন আঁধার ;
শূন্য গৃহে আজ শোক-হাহাকার !
আজ কাঁদে প্রাণ তোমা' তরে ;
এস, এস আজ প্রিয়-প্রাণেশ্বর,
বড় যে ব্যাকুল হ'য়েছে অন্তর ;
আর ফিরাবনা,
আর ভুলিব না,
থাক চির কাল অন্তরে।

৪১

শূন্য হৃদয়ে বসিয়ে র'য়েছি এস, এস আজ প্রাণেশ্বর !
আমি একা আছি আজ আপনার মাঝে, হ'য়েছে আমার অবসর
গৃহ কোলাহল আজ থেমে গেছে,
জগৎ বাহিরে ঘুমে প'ড়ে আছে,
আজ আপনার জন হ'য়েছে আপন, অনেক দিনের পর।
আনন্দ-সাগরে বাণ যে ডেকেছে,
কূলে, কূলে প্রাণ ভরিয়ে উঠেছে !
বিশ্বে আনন্দ তুফান ছুটেছে,
একাকার আজ বাহির অন্তর ।
আমারে আজ আমি কুড়িয়ে এনেছি,
সবটুকু 'আমি' নিয়ে বসে আছি ;
আজ নাহি কোন বাধা, নাহি লাজ, ভয়,
একা আমি আজ, তুমি একেশ্বর !

৪২

বসন্ত ফুরায়ে গেল, সে'ত আর আসিল না !
কোকিল কাঁদিয়ে গেল, হেথা সে গাহিল না !
তারে খুঁজে নাহি পেল
মলয় এসে ফিরে গেল ;
অলি নাহি গুঞ্জরিল,
ফুল'ত ফুটিল না !
নিদাঘ-বিরহ গেল,
বরষা না বরষিল ;
শারদ চন্দ্রমা প্রাণে
একদিনও উদিলনা !
এখন এ হেমন্ত কালে,
রবি প'ড়িতেছে ঢ'লে ;
শিশির কুয়াসা এল
তবু' ত দেখা দিলনা ।
আর কবে আসিবে সে,
জড়তা যে প'লো এসে !
যাওয়ার সময় আসিলে কি
সাঁঝের ঘোরে যাবে চেনা ?

৪৩

বঁধু, সকলি বিফল তুয়া লাগি।
শিথিল তনু-মন নিতি, নিতি রাতি জাগি।
ইহ ঘর বানাহল,
তুঁহু যোয়ে আনল,
করল কাঁহে দুঃখ ভাগী?

এক ঘরে বসই,
কাহে না বোলই,
কপট, এ কৈছন রীতি?
পরদেশ আনই,
কাঁহা গৈ ছোড়ই,
কো রাখব মঝু কূল জাতি?
রোয়ে রোয়ে মরি,
দয়া নাহি তুহারি,
জীওন গোয়াইস্থ
তুয়া পদ মাগি।

৪৪

আমায় কেমন ক'রে রাখ্‌লি কোলে ?—
ঘুরিয়ে বসা না।
তুই রইলি যে গো আমার পাছে,
তোরে দেখ্‌তে পারি না।
সাম্‌নে যে তোর মায়ার খেলা,
সাজিয়েছিস্‌ তুই মোহন মেলা,
আমার চক্ষু-কর্ণ সব আবদ্ধ,
তোর্‌ পানে যে কেউ ফিরেনা।
খেল্‌না পেয়ে সুখে হাসি,
আবার হারাই, কেঁদে ভাসি ;
তুই দেখে শুনে ব'সে আছিস্‌
আমার যে দুখ্‌ আর সহেনা !
আমি হাত্‌ড়ে শুধু কেঁদে মরি,
তোরে ধর্‌তে ছায়া ধরি ;
উদাস, উদাস কি যেন ত্রাস !—
বুঝ্‌তে পারিনা।
তোর্‌ কোলে মা ব'সে আছি,—
তবু এত দুখ্‌ পেতেছি !
(আমার) ভুল, প্রমাদ সব তোর্‌ই লীলা,
দেখা দিয়ে গোল মেটানা।

৪—

৪৫

হে অনাদি,
অনন্তে ছড়ায়ে দি'ছ তোমার মহিমা!
প্রকৃতি,—সে অনন্তেরে
কর-পুটে ধরিবারে
স্বর্গ-মর্ত্ত্য দুই করে,—
বিস্থিয়াছে অনন্তের সৌন্দর্য্য-গরিমা।
হে মহান্, তব মহত্বেরে
ক্ষুদ্র করি' আনিয়াছি
আমার মন্দিরে;
ক্ষুদ্র আমি,—ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া,—
হে অসীম, বুঝিতে তোমারে:
তুমি, জান মোর দুর্ব্বলতা,
জান মোর দুঃখ, ব্যথা,
(তাই), এত স্নেহ-প্রবণতা,—
অঙ্গীকার করিয়াছ বিগ্রহ কল্পনা।
হে অজ্ঞেয়, তাই মোর ব্যাকুলতা,—
—পুষ্প, অর্ঘ্য, জল— যাহা দেই পদপ্রান্তে,
কাঁপাইয়া স্বর্গ-মর্ত্ত্য—নিখিল ব্রহ্মাণ্ড,—
ভক্তের আবেগ বহি'—উঠে গিয়া সুদূর অনন্তে,—
তব দ্বার খুলে দাও,
মহা-প্রাণে ব্যথা পাও;
তোমারি দয়ায় মোর সফল প্রার্থনা।

৪৬

আমার যা' আছে তা' তুমি লওহে,—
আমার লাজ, ভয়, মান,
ধন, জন,— যাহা পদে, পদে বাধা দেয় হে ঃ
আমার দৃপ্ত সকল বাসনা,
আমার সুপ্ত সকল কামনা,—
হৃদয়ের কোণে,
যা' আছে গোপনে ;
যাহা-কিছু আর
তোমার আমার
মাঝে আছে, সব তাহা হে ঃ
আমার আপন সকল ভাবনা,
আমার আমাতে বিশ্বাস-ধারণা ;
অসার জল্পনা,
স্বাধীন কল্পনা,
অমল আলোকে তুমি ফুটে উঠ
আমার অন্তর মাঝে হে।

৪৭

কি করি আমার কি হ'লো!
আমার আঁধার ঘরে, লুকিয়ে কোণে,
কে যেন গো, বাঁশী বাজা'ল।
এ ঘরে যে কেউ' ত কোথাও নাই
আমি চিরদিনই একলা আছি,—
হাসি, কাঁদি, গাই;
আজ মরু-মাঝে সুধার নিঝর
উঠ্‌লো গো কোথায়!
আমার কূলে, কূলে প্রাণ ভ'রে গেল!
ওগো, বাজায় বাঁশী কে কোথায় বল।
ঐযে আবার বাঁশীর ডাক শুনি!
ওগো, কোথায় যাব, কোথায় পাব,—
কিছুই না জানি;
আমি আঁধার ঘরে খুঁজে মরি,
পাই না তারে হায়!
দেখা যদি দিবে না, সে কেন ভুলা'ল?
ডেকে আমায় আবার কেন, কোথায় লুকা'ল?

৪৮

আমি তাই'ত জাগিয়া রই ,—
কি জানি কখন শুভযোগ হ'বে,—
কখন তোমার বাঁশরী বাজিবে,
যদি নাহি শুনি,
যদি নাহি জানি,
যদি ঘুমে হারা হই ।
আমি তাই'ত জাগিয়া রই ।
কবে, কোন্ দ্বারে, আসিয়া দাঁড়া'বে,
মৃদু আঘাতিয়া পাছে ফিরে যা'বে ;—
খুলিয়া আমার,
সকল দুয়ার
বসিয়া থাকিহে তাই ।
আমি তাই'ত জাগিয়া রই ।
পলকে আসিয়া যদি পূজা চাও,
নিমেষের মাঝে যদি ফিরে যাও,
আসন পাতিয়া,
অর্ঘ্য লইয়া,
আবাহন সদা গাই ।
আমি তাই'ত জাগিয়া রই ।

৪৯

আবার কেন এমন হ'লি,
আপনারে গেলি ভুলে ?
আবার তোরে ভুল বুঝিয়ে
কাঁদালে কে দুখের ছলে ?
মিছে কাঁদিস্ ভুলে প'ড়ে ;
দুঃখ কোথায় এ সংসারে ?
মায়ের এ আনন্দ বাজার ;
তুই আনন্দময়ীর ছেলে।
আনন্দে বিশ্ব ফুটেছে,
ভূমানন্দে খেলিতেছে,
আনন্দ-তরঙ্গ-ভঙ্গে
ওঠে, ডোবে কুতূহলে।
মা বিভোরা সদানন্দে ;
তুই র'য়েছিস্ মহানন্দে ;
তোর্ জন্ম, জীবন, আনন্দময় ;—
মুক্তি, মরণ মায়ের কোলে।

৫০

এই ঘনঘটার সাঁঝে,
দাঁড়িয়ে আছি দুয়ার-ধারে,
চেয়ে আকাশ-মাঝে ।

দেখ্‌ছি তোমার তাড়া-করা
মেঘের হুলাহুলি
দেখ্‌ছি তোমার রোষের চ'খে
ছুটেছে বিজুলী ;
আজ ছিন্ন, ভিন্ন ক'রে দি'ছ
কাল জলদ-দলে,
আকাশ, পাতাল ভাসিয়ে দি'ছ
তাদের রক্ত-জলে ;
শ্বাসের বেগে ছুট্‌ছে প্রলয় ;
হুহুঙ্কারে জ্ঞান হারা হয় ;
চরাচর আজ কাঁপিয়া উঠেছে
দেখিয়া ভৈরব সাজে ।
বাইরে এমন প্রলয় ক'রে—
গোপন অভিসারে,
এলে যখন স্বরূপ ধ'রে—
আমার প্রাণের পারে,
ফুট্‌ল তখন তোমার ছায়া,—
সত্য-শিব-সুন্দর-কায়া ঃ—
তখন দেখি প্রলয়-জুড়ে তোমার হাসি রাজে ।
মৃত্যু-মুখে, ধ্বংস-মুখে মঙ্গল গীত বাজে ।

৫১

তবে কেন পাই না তোমায়,
অন্তরে, বাহিরে আছ ঘিরিয়া আমায় ?
নিতি এস নব সাজে,
নানা ভাবে, নানা কাজে,
তোমারি'ত সাথে মোর সারাদিন যায় ;
তবে কেন পাই না তোমায় ?

রাতে কোল পেতে দেও,
স্নেহে বুকে টেনে নেও ;
তোমার পরশ মোরে নিবিড় জড়ায় ;
তবু' ত ধরিতে নারি,
তবু কৈ ছুঁ'তে পারি—?
প্রকাশ' ত হ'য়ে আছ মনে, প্রাণে, কায় ;
তবে কেন পাইনা তোমায় ?
প্রভাতে নূতন ভাবে
দাঁড়াও এসে অঙ্গনে,
অরুণ অধরে যবে
রক্ত-রাগ রঞ্জনে,
হে মোহন, হে সুন্দর, মুগ্ধ পরাণে,
আমারে অঞ্জলি দেই তোমার চরণে ;
পরশে অবশ প্রাণ সুখের ব্যথায় ,
তবে কেন পাই না তোমায় ?
এত যদি ভালবাস,
দিবা-নিশি কাছে থাক,
তবে কেন হায় !
নিজেরে না পরকাশ,
কেন আবরিয়া রাখ
মোহিনী-মায়ায় ?
প্রাণ যে গো হতাশে লুটায় ;
তবে কেন পাই না তোমায় ?

৫২

এমন ক'রে লুকিয়ে থাকা,
আর কি দেখায় ভাল ?
সাম্‌নে এসে দাঁড়াও এখন,
চোখের বাঁধন খোল।
কত কাল আর এমন ক'রে,
ভাঁড়িয়ে রাখ্‌বে আশা-ভরে ?
লুকোচুরি খেলার ফেরে,
দিনটা কেটে গেল।
ঘুম ভাঙ্গিয়ে এনেছিলে
এখানে সেই ভোর-সকালে
তুমি, খেলিয়ে নিলে
কত খেলা,
আমায় দিয়ে,
সারা বেলা ;
কিছুতে আর মন বসে না,
সাঁঝ ঘনিয়ে এল !
আমি ঘরে এখন যাব ফিরে,
হাত ধ'রে নে' চল।

৫৩

তুমি সকলি'ত পার,—
পার না কি শুধু আমার বিদ্রোহ দমিতে?
তুমি জগৎ-নায়ক,
পার না কি শুধু আমারে সুপথে আনিতে?
কত শত বিশ্ব ভাঙ্গিয়া গড়াও;
কত মহামরু প্লাবনে জুড়াও;
আমার 'আমারে'
পার না নাশিতে?—
তোমার করিয়া
পার না গড়িতে?
পার না কি শুধু তোমার প্রেমে
কঠিন আমারে গলা'তে?
আকাশের হাসি ধরাতে ফুটাও;
দেশ-কাল-ভেদ নিমেষে ঘুচাও;
আমার হৃদয়ে
আসিবার পথে,
বাধা কিহে শুধু
পার না সরা'তে?
পার না কি শুধু আমার বিরহে
তোমার মিলন ঘটা'তে?

৫৪

তুমি কেড়ে নিয়ে বাঁচা'লে আমারে।
আমি ইচ্ছা ক'রে দি' নাই যাহা,
তুমি জোর্ ক'রে নিলে তাহা ;
সাধনায় যা' হয়নি আমার,
ক'র্‌লে দয়া ক'রে।
আমার ব'ল্‌তে যা'-কিছু আর
বাকী আছে, দি' নাই আমার,
তুমি, কাঁদা'য়ে আমায়, লও—কেড়ে লও ;
আনন্দ দেও হাহাকারে।
আমার 'আমি' তা'ও তুমি লও,
একা তুমি বুক জুড়ে রও,
তোমার টুকু রাখ আমার,—
ময়লা-ধুলো ঝেড়ে।

৫৫

আমায় কবে ধরা দিবে ?
তোমায় ছুঁয়ে আমার চ'খের বাঁধন
কবে খুলে যাবে ?
অন্ধ হ'য়ে ঘুরে মরি,—
কত উঠি ! কত পড়ি !
কত কাল আর সাড়া দিয়ে
কাছে, কাছে লুকিয়ে র'বে ?
আমি খেলায় হার মেনেছি,
পার্‌বো না যে বেশ বুঝেছি ;
তুমি আপ্‌নি ধরা না দেও যদি,
কি গতি মা, হবে তবে ?
খেল্‌তে যে গো আর পারি না,—
ছোঁয়া দিয়ে প্রাণ বাঁচা না ;
তুই বাঁধন খুঁলে, কোলে তুলে,—
খেলা সাঙ্গ ক'র্‌বি কবে ?

৫৬

তোমার এমনতর ভালবাসা চাই না,—
আমি চাই না।
তুমি আমায় লুকিয়ে দেখ, আমায় দেখা দেও না,—
কেন দেও না?
তোমার হাসি,—আমার কাঁদা;
তুমি মুক্ত,—আমি বাঁধা,
আমায় নিয়ে তুমি আছ,—আমি তোমায় পাই না,—
কেন পাই না?
আমায় তুমি কত দিলে,
তোমায় দিতে দিলে না;
দূরে, দূরে স'রে র'লে,
আমার পূজা নিলে না:
একি নিঠুর ভালবাসা দিবে শুধুই নিবে না,—
কেন নিবে না?

৫৭

যদি দিনে কোলাহলে আসিতে না পার,—
যদি না পার, পরাণ-বঁধুহে,
তুমি আসিও এ দিন ফুরা'লে।
যদি দিনের আলোতে আসিতে না পার,—
আমার দৃপ্ত-বাসনা-আতপে,—
তুমি আসিও, পরাণ-বঁধুহে,
আমার নীরব সাঁঝের কালে।
যবে সারা-দিন-ভরি, বৃথা-কাজ করি,
শিথিল মানস-শরীরে,
গত-আগতের, হতাশা-ভয়ের—
মাঝে প'ড়ে ডাকি তোমারে ;
তুমি আসিও প্রদোষ-মুখে,
মোরে তুলিয়া নিওহে বুকে,
আমার চির-জীবনের মিটাইও সাধ,
হে প্রাণেশ, একপলে ঃ
ঢলিয়া পড়িব, যখন নীরবে
আঁধার ঘুমের কোলে।

৫৮

আমায় তোমার করিয়া লইতে,
এই ক'রো তুমি প্রিয় !—
—আমি যাহা চাই দিও না তা মোরে,
তোমার যা' ভাল দিও :
—আমি বুকে ক'রে যাহা রাখি
তুমি চাহিলেও দিতে পারি না ;
তুমি কাঁদা'য়ে কাড়িয়া নিওহে,—
ক'রো কঠিন হইয়া করুণা ;

আবেদন

যদি প্রিয়, ভালবাস,
ক্ষণেকের শান্তি দিও না ;
সুখের আলস ভাঙ্গিয়া,
বিরহে ব্যাকুল করিও :
"আমার" পতাকা উড়াইয়া,
যখন তোমারে চাহি না,
জগতের কাণে ফুকারিয়া
আমারে করিহে ঘোষণা ;
কোলাহল ভেদি' আসিও,—
তখন আসিও, প্রিয় !
তোমার নামটী পতাকায়
আগুণ ফলকে লিখিও :
আমি যত দূরে রহি,
তুমি তত কাছে আসিও ;
আমি যদি নাহি চাহি,
জোর্ ক'রে সাথে থাকিও ;
আমায় দহিয়া, দহিয়া লওহে,—
আমায় তোমার করিয়া লও ;
চিরদিন পায়ে রাখিতে—
নিতি মোরে পায়ে ঠেলিও ।
এই ক'রে তুমি প্রিয় !

৫৯

চিরকালটা আমায় তুমি
ঘিরে-ঘেঁসে রইলে —
ঘেঁসে রইলে—ছুঁতে দিলে না !
চিরকালই কাছে থেকে,—
পরের মতন রইলে, —
ব'সে রইলে,—কথা কইলে না !

যা-কিছু,—সব আন্‌লে তুমি,—
ঘর কন্না পাতিয়ে দিলে ;
চুপ্‌টি ক'রে ব'সে থেকে,
তোমার সংসার করিয়ে নিলে ;
গৃহস্থালীর সবই তোমার.
কাঁদা-কাটা, খাট্‌নি আমার ;—
ওহে বঁধু, এই কি বিচার ?—
তোমার বোঝা দিলেই শুধু,
আমার বোঝা বইলে না !
নজরবন্দী কর্‌লে আমায়,
ঘুর্‌লে নিয়ে যেথায়, সেথায় ;
কত যুগের কত পথে,
আন্‌লে হেথায় তোমার সাথে ;
আমার ব্যথা বুঝ্‌লে না'ক,
আমার মুখে চাইলে না।
তোমার যা' তা' সবই হ'লো,
আমার আশা র'য়ে গেল ;
তোমার এ প্রেম কেমনতর,
ক্ষণেক দেখাও সইলে না !

৬০

বঁধুহে, এ কেমন বিচার তুহারি ?
পরাণে পিয়াসা দিলা,
মরু-মাঝে ছাড়ি গেলা,
কভু নাহি মিলল একবিন্দু বারি !
নব ঘন পেখই হরষ ভইনু,
"বারি" "বারি" করি' করজোড়ে মাগিনু,
আকাশে মিলায়ল,
মঝু হিয়া টুটল ;
কৈছে অব আর ধৈরয ধরি ?
আওয়ে, আওয়ে ঘন !
নয়ন-বিমোহন, বিমল, শীতল, পিয়াসা-হারি !
তুয়া প্রেম লাগি,
আজীওন মাগি,
জীওন তেয়াগিল চাতক ফুকারি ।

৬১

ঐ যে ডুবিয়া ভানু যায়, চল সখি।
বৃষভানু-নন্দিনী সাজব অভিসারে,
ব্যাজ না করগো হেলায়।
ঊষাকালে গোপনে পুরি ছাড়ি আইনু,
সরম তেয়াগি নগন ভইনু ;
তত্ত্ব-গেয়ান-দুকূল ছোড়ই
জল-কেলি-মগন মোহ-যমুনায়!
আন-মনা পেখই মুগধ জলকেলি,
কে চোর বসন—হায়, চোরায়লি ?
কৈছন যায়ব গেহ, সখিও,
কুল, ভরম, লাজ থায় ?
অব শুন—সজনী, বাঁশরী বাজল!
রসময় নাগর বাস চোরায়ল ঃ
পেখহ নীপশাখে চতুর কানাইয়া
কৈছন মধুর ভায়!
শুনহ, নটবর, গোপবালা অগেয়ান,
তুহি পাশরল তুঁহু সো কারণ ;
জীবন, যৌবন তুয়া পদে ডারল, অব নাথ, দেহ তু বাস ফিরায়।

৬২

বঁধু সইতে হবে ত্রুটি তার—
এযে তোমার নূতন বধূ কি জানে সংসার ?
ভেঙ্গে দিয়ে ধূলা-খেলা,
এই না সে দিন ডেকে এনে
কি জানি তায় কইলে কাণে,
আদর ক'রে নুইয়ে মাথা
গলায় তুলে নিলে মালা !
এখনো তার ভয় ভাঙ্গেনি,
আজো তোমার মুখ দেখেনি,—
এর উপরে দিলে কেন এত কাজের ভার ?
এখনো মন পাছে টানে,—
পলাশ গাছের সবুজ তলা,
মাখাল ফলের ভাঁটা-খেলা,
কাঁটা-লতা-ঘেরা-কুটীর,
ছায়া-ঘন আঁধার বনে ঃ
রাজার ঘরের সজ্জা দেখে
অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে ;
নিতে হবে তৈরি ক'রে—
তোমার কাজের যোগ্য করে ;
বুঝিয়ে দিও—গৃহ-কাজেই পূজা, সেবা হয় তোমার ।

৬৩

ঐ ঘন উদিল !
আশার পিয়াসা বুঝি মিটাতে এল ।
এ চিত তোমার কাছে
এক বিন্দু বারি যাচে,—
হে ঘন, চাহিয়া আছে
কত যুগ যুগান্তর বহিয়া গেল !
চির জনমের সাধ,
চির বিরহের ব্যথা,
আবাহনে, হে বাঞ্ছিত,
—গাইছে মঙ্গল গাথা ঃ
এস দুঃখ-হারি,
এস সুখ-বারি,
এস নয়ন-মন-রঞ্জন,
এস নিদাঘ-দহন-গঞ্জন,
এস জীবন-মরণ-শরণ,—
স্নিগ্ধ,—মধুর,—শীতল ।

৬৪

তুমি কেন কর বুঝ্‌তে আমায় না দিলে ঃ
তুমি যা' কর তা' সবই ভাল, তা' যেন্ না যাই ভুলে।
কত বড় তোমার বিশ্ব ;—
কেমন ক'রে হ'লো দৃশ্য ; —
জান্‌তে আমায় নাই বা দিলে ঃ
এসব যাবে,—থাক্‌বে কিনা,—
নাই বা আমার হ'লো জানা ;
সব মিটে যায়—সবার তুমি, তোমার সব—বুঝা হ'লে।
তোমায় দ্যাখা,—নাইবা হ'লো ;
আমার আঁধার,—নাইবা গেল ;
আশা আমার যায় না যেন,—
পাব তোমায় এক কালে।

৬৫

সে দাঁড়িয়ে আছে দ্বারে—
আজো তোরা করবি বিবাদ ?
যমের হ'য়ে সাধ্‌বি কি বাদ ?
বধূকে আজ সাজিয়ে দেনা
মনের মতন ক'রে ।

তোদের নিয়েই কাল কাটাল,
এত তোদের মন যোগাল,
আজ যদি তার আসল বঁধু—
এত দিনের পরে,—

তোরা সবাই কর আবাহন,
এক আসনে বসি'য়ে দুজন
কুঞ্জ হ'তে বাইরে গিয়ে
থাক্‌না একটু স'রে ।

ভাখ্‌না হেসে চাঁদ উঠেছে !
কলিগুলি সব ফুটেছে !
লাজে, সুখে বধূর মুখে
কমল-শোভা ধরে !

কি জানি মুখ ফুটবে কি না,—
কেঁদে প'ড়ে লুটবে কিনা ;
থাক্‌গে তোরা দুয়ার দিয়ে—
যে যার আপন ঘরে ।
অবরুদ্ধ-কুঞ্জ-বাইরে জগৎ থাকুক প'ড়ে ।

৬৬

তোমরা বেশ আছ যে বল,
তাতে আমার নাই'কো অসুখ ;
আমার লাগি করোনা দুখ,
আমিযে গো এ দীনতায়
আছি বড় ভাল।

এযে আমার সাধের দৈন্য ;
নগণ্যতায় আমি ধন্য ঃ
আমার নামে শিঙ্গা-ফুকার
নাই বা হেথায় হ'লো।

মুখর হাটের এই জনতা,
নাই বা বলুক্ আমার কথা ;
ক্ষতি কি'তায় এ বাজারে
পসার যদি গেল ?

বিজনতার নীরবতায়
শান্তি আমায় যে গান শুনায়,—
আমি তারি তানে, তানে,
মিশিয়ে মিশিয়ে মনে, প্রাণে
দূরে থেকে শুন্‌ছি হাটের ব্যর্থ কোলাহল
পথে চেয়ে দেখ্‌ছি বঁধু এল কি না এল।

৬৭

আমি চাইনা চাঁদের হাসি,
আমি চাইনা দিনের আলো ;
চাইনা আমি স্বভাব-শোভা,—
আমার মেঘ্‌লা আকাশ ভাল।
বুকে যাহার দারুণ তৃষা বিলাস কি তার বল ?
এস জীবন-শীতল-করা,
নব নীরদ কাজলপারা,
জগৎ-জুড়ে
ছায়া ক'রে
আকাশ ছেয়ে ফেল।
বলাকার হার গলায় দুলুক্‌,
শীতল হাওয়া আগে ছুটুক্‌,
উঠুক্ নেচে
পরাণ বেঁচে
পিয়াস-হারী এল !
ঢাল কোটী শান্তি-ধারা,
জুড়াক্‌ নিদাঘ-তপ্ত ধরা,
চাতকের প্রাণ তৃপ্ত কর, এস্ জলদ কাল।

৬৮

তুমি মঙ্গলময় যদি জানি,
—"কি জানি কি হবে"—
ভাবি কেন তবে,
—মিছে কেন মনে ভয় মানি ?
এখানে যা' করি, যা'—কিছু আমার,
তুমি করাও, যদি সকলি তোমার ;
এত উঠা-পড়া
এত ভাঙ্গা-গড়া
তুমি কর যদি জানি,—
মিছে কেন হই অভিমানী ?
চির-সখা যদি, তুমি হে, আমার
তবে কেন কাঁদি বিরহে তোমার ?
এ প্রেমের ছলা,—
আনন্দের লীলা
এ সংসার যদি জানি,
মিছে কেন শোক-দুঃখ গণি ?

৬৯

আসার আশায় দিন ফুরাল,
নিঠুর, তুমি এলে কই ?
আশারে ভরসা দিয়ে
কতকাল বুক বেঁধে রই ?
মহা-আঁধার নেমে এল
আর আস্‌বে কবে বল ?
সবই আমার মিছে হ'লো
প্রাণকান্ত, তোমা বই ।

মহাঘোরে, মহাঘুমে
কি হবে তা' জানি না ;
এ আঁধারের হবে কি শেষ ?—
কি জানি আর জাগ্‌বো কিনা :—
জাগিই যদি,—কে জানে তা'
কোথায় ?—সে কেমন জাগা ?
এ পিপাসা, ভাবের ভাষা
যদি সেথায় হারা হই !—
তুমি এস, প্রাণেশ, আঁধার-আগে,
একবার তোমায় দেখে লই!

৭০

ওহে বল্লভ, দুর্লভ তুমি জানি ;—
সতত এ চিত তবু'ত তোমারে চাহে, জান তা' তুমি
আশা কি বিফল হবে হে,—
কেন তবে আশা দিলে ?
যত চাহি তত আঁধারে
সরিয়া দাঁড়াবে আড়ালে !
পথ হারাড়িয়া,
নিখিলে ঘুরিয়া,
কেমনে ধরিব আমি ?
তুমি কি জানি আমারে ক'রেছ,—
তোমারে'ত আমি বুঝি না !
আমার দুয়ারে, দুয়ারে ঘুরি'ছ,
তবু' ত তোমারে দেখিনা !
একি ভাবে মোরে রাখিলে ?—
সারাটা জীবন কাঁদালে ?
সম্মুখে বারি,—
পিপাসায় মরি !—
বিফল সকল সাধনা।

৭১

এমন ক'রে এত রাতে
ঘুম ভেঙ্গে কে দিল ?—
আকাশ বেয়ে জলদ-ধারায়
নেমে কে সে এল ?
এমন গভীর নীরব রাতে,
শ্রান্তিহারা বৃষ্টি-পাতে
কার যেন গো চরণ-ধ্বনি
মরমে পশিল !

বঁধু তুমি এসেছিলে ?
তাইতে আমার শিরায়, শিরায়,
অজানা এক সুখ ব'য়ে যায় ;
পায়ের নূপুর বুকের মাঝে
কি গান দিছে তুলে !
অবশ দেহে পুলক ঘন,
সবই মধুর নূতন, যেন !
তোমার মোহন পরশ বুঝি
আমায় ছুঁয়ে গেল !

৭২

ওগো ভুল যেন কাজে হয় না।
যে কাজ দিয়েছ ক'রে যেতে পারি
বাকী যেন কিছু রয় না।
যা'-কিছু করাবে আমারে করাও;
দেও দুঃখ, শোক যত দিতে চাও,
মাথা পেতে নিব,
সকলি সহিব,
চাহিব না তব করুণা।

বিধুর এ চিত বিরহে তোমার,
অধীর হ'য়েছে সহেনা'ত আর;
বাকী যা' তা' দেও,
কাজ সেরে নেও,—
আর'ত এখানে থাকিতে চাহি না।

৭৩

আজ কা'র আগমনী বাজে—
কাননে, কান্তারে, দ্যুলোকে, ভুলোকে,
ভকত-হৃদয়-মাঝে ?
আজি কেন উষা অরুণ-উজলা
কাশ-শেফালিতে সাজাইয়ে ডালা,
প্রভাতে কাহারে
আবাহন করে
মধুর মিলন-সাঁজে ?
কা'র—চরণের আভা প'ড়েছে কমলে ;
শ্যামল সুষমা,—কা'র ছায়া জলে ?
রজত-চাঁদনী-আকাশে কাহার
প্রেমময় হাসি রাজে ?
ওহে সুন্দর, তুমি বরষা-ধৌত-চরণে,
শারদ মাধুরী ছড়া'য়ে আসিছ,
দয়া ক'রে আজ পূজা চাহিতেছ,
তাই এ উৎসব ভুবনে ঃ
এ বিশ্ব-উৎসবে আমি শুধু নাই ;
কি দিব চরণে—কিছুই'ত নাই ?
কেমনে ভেটিব,
দয়া মেগে লব,
ভাবিয়া মরি হে লাজে।

৭৪

আজ আসিলে একি রূপে!
আকাশে ছড়া'য়ে কটা-জটা-ভার,
ঘন, ঘন ভীম অশনি-হুঙ্কার,—
প্রলয়-অনল ছুটেছে তোমার
নয়নের কোণে কোণে!
আজ জলধি, অম্বর,—চরাচর ভয়ে
তোমারে দেখিয়া কাঁপে!
ওহে বিশ্বম্ভর, কত না যতনে, সাজাইলে হাতে তুমি
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যে তোমার প্রতীচী, প্রিয়-ভূমি ;
আজ সংহার-মূরতি ধ'রি—
কেন প্রলয়ের লীলা ক'রি,
হেলায় নাশিছ খেলা-ঘর মত
পলকে, হে বিশ্বস্বামী ?
এরা বিলাস-ব্যসনে মজিয়া
তোমারে গেছে কি ভুলিয়া ?
তোমার আসনে বসিতে চাহি কি,
আনিয়াছে অভিশাপে ?
হে দয়াল, বুঝি দয়ায় ক'রিছ
পূত পাপী পরিতাপে।
মঙ্গলময়; ধন্য তুমি ; নমি শত ভূপ-স্তূপে।

৭৫

বঁধু কি ব'লে আর ডাক্‌বো তোমায়,
সে ভাব ভাষায় পাই না।
তুমি বুঝে নিও মনের কথা—
কথায় যে-টুক্‌ হয় না।
ঘরের লোকে, পাড়ার লোকে
কিছুই যেন কেউ না জানে ;
রেখো এ প্রেম গোপন ক'রে,
বিলাস ক'রো মনে, প্রাণে :
এ চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর গোল
সেথায় যেন যায় না।
আমার আশা, আমার ভাষা,
আমার সুখ, আর ব্যথা,—
অর্ঘ্য দিয়ে তোমার পায়ে
লুটিয়ে দিলাম মাথা :
ভালবাস, যা' তাই কর,
মায়ায় আর ভুলায়ো না।

৭৬

তুমি কে আমার বুঝা'তে নারি—!
যা' ব'লে ডাকি না কেন প্রকাশিতে না পারি !
আমার নয়ন তব পথ-পানে চেয়ে রয়—;
তোমারে যে মনে হ'লে নাচি উঠে এ হৃদয়—;
আমি শুধু তোমা' তরে
কিছু নই তোমা' ছেড়ে
ভাবিলে আপনা ভুলি ভাবে তোমারি ।
তোমার কি লীলা-ভাব আমি কি বুঝিব তার ?
আমি যে শফরী তব প্রেম-নদে দি' সাঁতার !
সৃষ্টির প্রথম দিনে
ব'লেছিলে কাণে-কাণে—
চিরদিন তুমি মম আমি তোমারি,—
তাই জানি অত্যজ্য কি হও আমারি ।

৭৭

ঐ কে যেন কি গান গায় !—
নিখিল জুড়িয়া কি যেন কি তান অনন্তে ভাসিয়া যায় :
—নীরব, আঁধার, নিথর নিশীথে !
নীলিমার বুকে ! তারকা-হাসিতে !
স্তব্ধ দ্যুলোকে—!
সুপ্ত ভূলোকে !
মুগ্ধ মন্থর বায় !
কি গান উছলে চাঁদের অপাঙ্গে !—
জ্যোৎস্না-চকিত তরঙ্গ-ভঙ্গে !
কি গান শুনিয়া
কূলে আছাড়িয়া,
উতলা তটিনী ছুটিয়া বেড়ায় !
—অরুণ-কিরণে ! পল্লব-অধরে !
কি গান গুমরে জলধি-অন্তরে !—
—শ্যামলতা-কোলে !
—কুসুমের দলে !
শিশিরের ভালে—সোণার আভায় !

৭৮

ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে চল বাহিয়া তরণী।
ধীরে, দৃঢ় করে, চল ফেলিয়া ক্ষেপনী—।
হের, চঞ্চল কাল জল অতি উছল,
বিঘূর্ণিত, গভীর গরজে কল-কল !
বাহ ধীরে, ধীরে তরণী স্রোত-রেখা-অনুগামিনী।
পিছনে ফেলিয়া কোলাহল বিভল,
স্নেহ-মায়া ছিঁড়িয়া, মুছিয়া আঁখি-জল
চল ধীরে, লক্ষ্য-পানে, ভুলি' অতীত কাহিনী।
সম্মুখে আকাশে মেঘ যে সাজিল,
তরঙ্গ তুলিয়া পবন বহিল,
বাহ ধীরে, আশা-ভরে, শুন অন্তরে অভয় বাণী।
কত তরণী চ'লেছে নাচিয়া গরব-ছন্দে !
যাত্রীগণ গাইছে আশার গীত আনন্দে ;
অদূরে আলোক দেখিয়া করিতেছে উল্লাস-ধ্বনি।

৭৯

কৈছে ধৈরয সাধি, ধরি ?
কাল-যমুনা-কূলে বংশী ফুকারিল,
বিশ্ব-রমণ মুরারি ।
স্তবধ নিখিল, নিথর নিশীথিনী,
মন্থর অনিল, রজত-চাঁদনী,
নীরব চরাচর,—মহামায়া-মোহিত—
সুষুপ্ত গোকুল-পুরি ।
পিনহ চারুবাস, বানহ চিকুর,
সংযত,—শুচি কর মানস-শরীর ;
ইহ-পর-সরবস, দেহ-মন-প্রাণেশ,
ভেটব পাপ-তাপ-হারি ।
শারদ পূর্ণিমা মধুর ! মধুর !
শুভ যোগ, আজু মিলন-বাসর :
মুক্তি স্বরূপ ;—আজু প্রকৃতি মিলায়ব
পরম পুরুষ, চিন্ময় হরি ।

৮০

তোমারি তরণী তুমিই বাহিয়া আনিয়াছ এই পারে।
ঘাটে, ঘাটে রাখি, পুনঃ তুমি বাহি, নিয়ে যাবে পরপারে।
পিছনে বসিয়া আছ হাল ধরি ;
তোমার ইচ্ছায় চলিতেছে তরী ;
তোমারে না হেরি, আমি মনে করি
আমি বুঝি বাহি, বৃথা অহঙ্কারে।
তুমিই ঝটিকা তুফান উঠা'য়ে,
নাচাও তরণী তরঙ্গে তুলিয়ে ;
তোমার আনন্দে তুমিই বিভোর,
আমি ভাসি দুঃখ-পাথারে।
আমি কিছু নই, সকলি'ত তুমি,
তাহা না বুঝিয়া দুঃখ পাই আমি ;
তোমার সংসার, আমি যে তোমার ;—
'আমি' 'আমি' ক'রি ভুলি তোমারে।

৮১

আমি আমারে দেখিয়া চিনিতে পারি না,
ভুলিয়া গিয়াছি আমারে।
আমি আমারে ভাঙ্গিয়া ছড়া'য়ে ফেলেছি
শত, শত ভাগে সংসারে।
আমি যে আমারে খুঁজিতে, খুঁজিতে,
শত মুখে ধাই আমারে ধরিতে ;
ফিরে এসে দেখি আরও ভেঙ্গে গেছি ;
মন পড়ে আছে বাহিরে :
বাসনার বশে কেবলি ছুটেছি,
সংসারের মাঝে আমি মিশে গেছি ;
তাই মনে হয় আমার সংসার,—
সংসারের আমি চিরতরে।
এ সংসারে সব আমারি মূরতি ;
আমার মাঝে আমি আমার বিকৃতি ;
ধরি-ধরি করি, আমারে হারাই
গৃহ-কোলাহল-মাঝারে।

৮২

তোমারি জগৎ, জগতের তুমি ;—
তুমি দেহ, তুমি প্রাণ।
শ্রীধামের স্বর্ণ চূড়া প্রদক্ষিণ করি
তেজ-কেতু রবির কিরণ,
জ্যোতি-আভা ল'য়ে,
নামি আসে মন্দে আমার পরাণে,
তরুণ প্রভাতে ;

স্পর্শ করি তব কিরীট-শিখর,
শীতোজ্জ্বল—কারুণ্যের ছবি—
আসে যবে পুনঃ প্লাবনের মত,
সুধা ধারা নামি' সুধাংশু হইতে,
শারদ সাঁঝেতে ;
তোমার পরশ অঙ্গে, অঙ্গে মোর,
ভিতরে, বাহিরে ক'রে তোলে ভোর ;
জগতের কণ্ঠে মিলাইয়া কণ্ঠ,
গাই হে, তোমার গান।
জ্ঞানময়, তবু অজ্ঞান সেজেছ,
লীলা-সুখ-লাগি ভাণ করিয়াছ ;
নিজের লাগিয়া,
মরিছ কাঁদিয়া,
নিখিলে তুলিয়া অনন্ত তান !—
নিজেরে দেখিয়া
কখনো হাসিয়া,
অনন্ত, নীরব, নিভৃতের মাঝে,
আনন্দে ক'রিছ খেলা-অবসান !

৮৩

তুমি বেশ ক'রেছ,—রেখেছ যে ব্যবধান।
নইলে কি আজ বিশ্বজুড়ে উঠ্‌তো এমন প্রেমের গান?
এটুকু না দূরে র'লে
এতটুকু ভুল না হ'লে,
মরার মত, জড়ের মত, থাক্‌তে তুমি, পূর্ণকাম!
আপনা নিয়ে আপনি ছিলে,
শুধুই চেতন—ক্রিয়া ভুলে;
ছিলেই কেবল, ছিল না'ক
কিছুই তোমার, আত্মারাম।
এমন থাকার সুখের ব্যথায়
ভেঙ্গে গেলে লীলার ছলায়;
না হ'লে যে হয়না খেলা,—
তাই, দোসর হ'লে ক'রে ভাগঃ
এখন, আড়াল হ'য়ে,
আপনা নিয়ে,
ক'রছ তুমি মহানন্দে
অভিনয়ের অভিমান।
এই ভুলেই'ত সব হ'য়েছে,—
এই গোলের উপর সব র'য়েছে;
এ গোল টুকু মিটে গেলেই,
হবে খেলার অবসান।

৮৪

কবে তোমার হ'য়ে আস্‌বো তোমার দুয়ারে ?
সকল ছেড়ে পাব কবে সকলের সার, তোমারে ?
কবে আমার দুঃখ-দৈন্য
তোমায় পেয়ে হবে ধন্য ?
কবে চ'খের জলে ফুটবে হাসি, চির আলো আঁধারে ?
আমার 'আমি' ঘুচে গিয়ে,—
থাক্‌বো শুধু তোমায় নিয়ে,
তোমার প্রেমের বইবে ধারা আমার ভিতর-বাহিরে ?
তৃপ্ত হবে আশার ব্যথা ,
ফুরিয়ে যাবে চিন্তা, কথা ;
আমার চক্ষু, কর্ণ ডুবে র'বে
তোমার পরশ-সুখের পাথারে ?

৮৫

আমি যা' করি তা' তোমারি সেবা,
যা' কহি তা' তোমারি গান।
আমার সংসার তোমার লাগিয়া,—
আমারে লইয়া তোমার ভাণ।
তোমার মিলন-সুখের আশায়,
সুখে দুঃখের দিন কেটে যায় ;
যে ক'টা দিন রাখ্‌বে হেথায়,
মাথায় রাখ্‌বো তোমার দান।
যা'-কিছু সব তুমি কর,
আমায় শুধু সাম্‌নে রাখ ;
সাথে, সাথে লুকিয়ে থেকে
তুমি কেবল মজা দেখ ;
কিসের ভাল ?—কিসের মন্দ ?—
সবই তোমার মহানন্দ ,
আমার সাথে তোমার খেলা
ভেল্কী ছুটলে সব সমান।

(৮৬)

কবে এদেহ হইতে আসিয়া পড়িব বাহিরে ?
কবে অখিল নিখিলে ছড়াইয়া যাব,
অবাধে ভাসিব অপারে ?
কবে,—তিন কাল মিশে এক হ'য়ে যাবে,
অনন্তের সীমা নয়নে ভাসিবে,
আমার এ ভাষা ভাবহারা হবে
নীরব জ্ঞানের পাথারে ?
এ বিশ্ব-চিত্রের বিচিত্রতা কবে
এক সৌন্দর্য্যের লীলা বোধ হবে ?
সুখ, দুখ মিশে এক হ'য়ে যাবে
সদানন্দ-শান্ত-সাগরে ?
কবে,—অমঙ্গল-ভীত অবোধ বাসনা
সব শুভঙ্করী করিবে ধারণা ?
প্রাণের স্পন্দনে অনুভব হবে
এক মহাপ্রাণ চরাচরে ?

(৮৭)

ওগো, তুমি এত দিনে এলে !
খুঁজে এলাম কত দেশে,
কত জনম তোমায়, কত
মরণ পাছে ফেলে !

সেই সে দিনে প্রথম ভোরে,
নিখিল যখন আঁধার ঘোরে,
ছিলাম আমি তোমার বুকে
ঘুমে আপন-হারা ;
ঘুম ভাঙিয়ে হাতে ধ'রে,—
আন্‌লে তখন দুয়ার-ধারে,
খুলে দিলে আমার চ'খে
সৃষ্টি মনোহরা ;
পলক, ফিরে চেয়ে দেখি,—
তুমি আমায় দিয়ে ফাঁকি
কোথায় মিশে গেলে !
কতদিন সে হ'য়ে গেল
খুঁজে তোমায় নিখিল-জুড়ে ;
কত আমায় কাঁদাইল
তোমার জগৎ মায়া ক'রে !
আজ এস, এস প্রিয় !
এস হে অমিয় !
চ'খে, চ'খে থাক সদা,
কাজ নাই বঁধু, আর
এ খেলা খেলে।

৮৮

তোমরা এমন কথা ব'লোনা,—
ওগো, এমন কথা ব'লোনা ঃ
আমার কিসের দুঃখ-দৈন্য ?
আমার কিসের পাপ-পুণ্য ?
এ সংসারে খাটি শুধু,—
তারই যে এ ঘর-কন্না।
এনেছে সে তাই এসেছি,
রেখেছে সে তাই র'য়েছি ঃ—
পাতিয়ে দি'ছে সেই সংসার,
আমার উপর সেই দি'ছে ভার ;
যা' খুসি সে করায়—করি,
আমার কিসের চিন্তা, কান্না ?
আপনা নিয়ে আপন-লীলা,—
ছায়ার সাথে কায়ার খেলা ঃ—
মহানন্দ-পারাবারের
এসকল ঢেউ, স্ফোটক, ফেণা।

৮৯

একদিন আমার এমন হবে
চোখের আঁধার যাবে স'রে—
রাতের স্বপন যাব ভুলে,
নূতন আলো দেখ্‌বো ভোরে।
আমি,— অবাক হ'য়ে দেখ্‌বো আমার সীমা সেই অসীম-পারে!
কোথাও কিছু নাই কো বাধা,—
এক অখণ্ড, নাইকো দ্বিধা ঃ
দেখ্‌বো আমি মিশে গেছি
তোমার মহান সাগরে!
জানি আমি আদি হ'তে
আছ তুমি আমার সাথে,
মহাযাত্রার দীর্ঘ পথে
যাচ্ছ নিয়ে আমারে ঃ—
তোমার বিভব দেখিয়ে নিবে,
তাইতে পথের বাঁকে, বাঁকে,
ঘুরিয়ে এত নিচ্ছ তুমি
ভুলিয়ে তোমার বাঁশীর ডাকে ;
পথ ফুরালে, রাত্রি শেষে,
অরুণ যখন উঠ্‌বে হেসে,
দেখ্‌বো তখন মহোল্লাসে
আমায় তোমার দুয়ারে!

৯০

তুমি এত আপন কেমন ক'রে
হ'লে এত পর ?
তুমি এত কাছে তবু কেন
এত'টা অন্তর ?
তুমি যদি চির-সখা,
সেথে কেন পাইনা দেখা ?
কি অপরাধ ক'রেছি, তাই
কাঁদাও নিরন্তর ?
কি দোষ আমার, কবে হ'লো—
কিছুই মনে পড়ে না,
কেমন্ ক'রে আন্‌লে হেথা—
—কেন ? তাও' ত জানি না ;
জানি শুধু প্রাণে, প্রাণে,
তোমায় পানে প্রাণ টানে,
তোমার ছলে তোমায় ল'য়ে—
কর্‌ছি যেন পরের ঘর !

৯১

কেমন ক'রে কবে এল,
কবে যাবে, এ সকল,
জানিনা—তা' বুঝি না ;
নিজের স্বরূপ নিজে ভুলে
কেন তুমি এমন হ'লে ?
নিজের সাথে নিজে কর
হাসি-কাঁদার ছলনা !
তুমি এ ভাব সবই জান,
তাই তোমার এ সুখের খেলা ;
রেখে দি'ছ ভুলের মাঝে,
তাই'ত আমার এত জ্বালা !
এ ভুল আমার ভাঙ্‌বে কবে ?—
চ'খে, চ'খে দেখা হবে,
খেলার মর্ম্ম বুঝ্‌বো আমি,
ঘুচে যাবে ভাবনা।

৯২

যত-টুকু ভাবি পেয়েছি,
যে-টুকু বুঝিতে পারি,—
জগতে তোমারে খুঁজিয়ে,
আমাতে আভাস তোমারি,—
তাও'ত বুঝিতে পারি না,
স্বরূপে তোমারে ধারণা
কেমনে অসীম, করি ?
তুমি বিরাট মুরতি ছাড়িয়া
আমারি যোগ্য সুবেশে,
গৃহ-সাজে, প্রিয়, সাজিয়া
বিরাজিছ মোর আবাসে ;
তুমি আপনার—
সহজে আমার ;
ভুলে গেছি, তাই
মিছে দুঃখ পাই ;
মিছে-হতাশায়, মিছে-ভয়ে আমি মরি ।

৯৩

আজি অঞ্জলি দিব কারে ?
মন্দির তব আকাশে মিশেছে,
আসন অনন্ত-সীমা ছেড়ে গেছে,
প্রতিমা তোমার মিশে গেছে আজ
নিখিলের কলেবরে !
দাঁড়া'য়ে র'য়েছি অর্ঘ্য লইয়া
তোমার মন্দির-দ্বারে ।
আজি অঞ্জলি দিব কারে ?
হে বিরাট, আজ সকলেই তুমি,
সকলেরই ত্রাতা, ধাতা, পাতা, স্বামী
আমা-ছাড়া যারা
তোমাতেই তারা—
তুমি আজ ঘরে, ঘরে ঃ
বিশ্বের সেবা চাহিতেছ আজ
বিশ্বেশ্বর-মূর্ত্তি ধ'রে ।
আজি অঞ্জলি দিব কারে ?

৯৪

আমায় মিশাইয়া দেও ধরণী-ধুলায়,
জগতের পদতলে ;
জগতের সেবা শিখাইয়া দেও
সরম, ভরম ভুলে।
ভিতরে, বাহিরে ফুটে উঠ তুমি,
মানসে, নয়নে সদা দেখি আমি,
স্থাবরে, জঙ্গমে কর-পুটে নমি
তোমার প্রেমেতে গ'লে।
এ সকলি তুমি—লীলার মুরতি,
ছোট, বড় সব তোমার বিভুতি ;
চারি দিকে ঘিরে
র'য়েছ আমারে
আনন্দ-লীলার ছলে।
জগতের সেবা,—তোমারি যে পূজা—
কর্ম্ম-কুসুম-দলে।

৯৫

আপনা-পরের ভাবনা আমার
মিটে গেল এত দিনে ;
জগতের আমি,
আমার আমি পর ;
জগতই আমার
আপনা, সোসর ঃ
এ বিশ্ব বিশ্বরমণে।
চিরদিন মোরা দেহে, দেহে বাঁধা
প্রাণে, প্রাণে—সুখে, দুখে,
অনাদি হইতে অনন্ত অবধি,
সহজ প্রেমের রাখে ঃ
প্রেমের বিকৃতি,—
অন্ধ নিজ-প্রীতি
ভুল সৃজিয়াছে ভুবনে।
আজ ভুল ভেঙ্গে দিলে পলকে,
জয়, জয়, জয় তোমারি ;
আজ নিখিলের সব আমারি
ভাতিছে প্রেমের পুলকে ঃ
আর নাহি পরিবাদ,
লাজ, ভয়, মান ;
শান্তি, শান্তি প্রাণে।

৯৬

এ বিশ্ব আমার নিজেরি' ত ছায়া,—
স্বরূপে আমি যা' অন্তরে—
আমার, আঁধার মানসে ক্ষীণ আলো-রেখা
গড়িয়া তুলেছে বাহিরে।
প্রথম নয়ন খুলিল যে দিন,
এ ছায়া তখন ছিল যে মলিন
ক্রমে স্ফুটতর,
বিচিত্র! সুন্দর!
দাঁড়াল আমার দুয়ারে:
আমারি চেষ্টা, হৃদয়ের ভাব
সজীব করিল তায়,
আমারি মতন হাব-ভাব তার
মৎসর নয়নে চায়;
মন-গড়া ভ্রমে জড়াইয়া প'ড়ি
আমার সাথে আমার হ'য়ে গেল আড়ি!
এ বিশ্ব তখন হ'য়ে গেল পর
আত্মপ্রেম-ভ্রান্ত-বিচারে।

৯৭

তরী দেওরে খুলে ;
খোলরে মায়াবন্ধন,—কি আশে র'লে ?
অনন্তের পানে ছুটেছে সাগর,
ঐ ধু! ধু! হের ছুঁয়েছে অম্বর ;
আধ-ডোবা ভানু বাড়াইয়া কর,
ডাকিতেছে ঐ "'আয়', "আয়" ব'লে।
এ পারে ব্যথা, অতৃপ্তি, নিরাশা ;
ও পারে সন্তোষ, স্তিমিত পিপাসা ;
এ পারে আঁধার, শোকময়ী ভাষা ;
ও পারে জ্যোতি, আনন্দ উছলে।
এ পারে জড়তা নয়ন মেলেনা ;
ও পারে সতত জাগ্রত চেতনা ;—
এ পারে সকলে আপনা, আপনা ;
ও পারে আপনি আপনা ভোলে।

৯৮

ক্ষন বিহঙ্গ, অঙ্গ ঝাড়ি বিস্তার পাখা।
সান্ধ্য সমীর বহিছে সুধীরে,
এখনো হাসিছে শেষ রবি-রেখা।
উধাও অসীম, সুনীল আকাশে ;
এ দেহ-কোটরে কেন আর ব'সে ?
ঐ বিমল আলোক হাসে ঃ—
জীর্ণ মায়া-মূল,
শীর্ণ পর্ণ-কুল,
শুষ্ক কাণ্ড ফুল, ভগ্ন শাখা।
শস্য আহরণে এসেছ এদেশে,
মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ভুলেছ স্বদেশে,
ঐ আঁধার ঘিরিয়া আসে ঃ—
স্বদেশী বিহগ ধাইছে উল্লাসে,
তুমি কোন্ আশে আছ আর ব'সে ?
ধাও প্রাণ পণে,
চেওনা পিছনে ;
বিদায় সঙ্গীত গাও দিবা শেষে,
কেন প'ড়ে থাক একা ?

৯৯

জয় জ্যোতির্ম্ময়, জগদাধার, জয় হে !
শাশ্বত, শিব, বিশ্বকারণ তুমি হে !
তিন-ভুবন-পাতা,
নিখিল-জন-ত্রাতা,
দীন-জন-শরণ ;
চিদাকাশে
জ্ঞান বিকাশে,—
জয় তমোনাশন !
এ বারি-বিন্দু মিশুক্ অকূলে ;—
নিবে যাক্ ক্ষীণ শিখা হে!

১০০

এ বংশ খণ্ড প'ড়েছিল মাটিতে,
পথের ধারে, অযতনে,
কত কালের ধূলাতে।
এ দিয়ে যে কিছু হবে,
একথা কেউ মান্‌তনা ;—
বাঁশী হ'য়ে বাজ্‌বে যে এ,
আগে তা' কেউ জান্‌তনা :
তুমি যখন তুলে নিলে,
অধর-সুধায় পূরে দিলে,
অমনি বাঁশী উঠ্‌লো বেজে
তোমার নামে জগতে !
যত দিন এ বাঁশী বাজে,
বাজিও তোমার মনের মত,
এগিয়ে নিও মোহন তানে
দাঁড়িয়ে পথে ভক্ত যত :
যারা ক'রে নিজের জয়-ঘোষণা,
পায়ের ধূলায় পথ দেখে না
বাঁশী তাদের ধ'রিয়ে দিয়ে,
নিয়ে এস তোমার পথে।